প্রাক্‌কথন

আধুনিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও পাঠকের চাহিদার প্রবণতায় মধ্যযুগের সাহিত্য অত্যন্ত অবহেলিত। মধ্যযুগের সাহিত্য মানেই দেব-দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের চর্বিতচর্বণ। তবে মধ্যযুগ যেহেতু সমাজ প্রধান যেখানে সামন্ততন্ত্র সমাজ ব্যবস্থার ও ধর্মই বড় সেখানে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টসাধ্য। মধ্যযুগের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা কবিরাও শিকার হত। তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত বাস্তব চিত্রও তুলে ধরতেন সেই চর্বিতচর্বণ কাব্যগুলির মধ্যে। তাতে একই বিষয়ে বিভিন্ন কাব্য রচিত হলেও তার মধ্যে ব্যাপক স্বতন্ত্রতার আস্বাদ পাওয়া যায়।

সে কারণে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ জন্মায়। প্রসঙ্গত, এম. এ. পড়াকালীন দ্বিতীয় বর্ষে বিশেষ পত্র হিসাবে মধ্যযুগের সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিলাম। তখন মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ধারণা ও ভালোলাগার বীজ স্থাপন করেন অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তারপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় পুথির রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যের মর্মমূলের প্রত্যক্ষ স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করি। সেই মাদকতাই আমাকে মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে একমুখি করে তোলে। সেই থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করতে এবং নিজের অসম্পূর্ণ ধারণাকে একটু একটু করে জোড়া দিতে শুরু করি। সেই সময় একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা একই বিষয়ে কাব্য রচনা করলেও তাঁদের ভৌগোলিক পরিচয়ের ব্যবধানে রয়েছে বহু বৈচিত্র্য।

এই রকম একজন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিচয়ের কবি হলেন মানিক দত্ত। তিনি উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার প্রথম কবি। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থনা কীভাবে করলেন এবং তাঁর চরিত্র রূপায়ণ কীরূপ তা আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক ধারার প্রথম কবিদের কাব্য প্রায় মুদ্রণের পাতায় উঠে আসে নি। তাই সেই সকল কবি ও তাঁদের কাব্যের নাম ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ কাব্যের অবয়ব অজানার মধ্যেই থেকে গেছে। সেই দিক থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদিত গ্রন্থ পেয়ে যাই আমাদের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৮ সালে এম. এ. পাশ করার পর অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে এম. ফিল. (২০০৮-২০১০) করি মধ্যযুগের বিষয়ের উপর। সেই কাজ করতে গিয়ে আমি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভালো করে পাঠ করি এবং মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র কাজ করার মনস্থ করি।

এই আগ্রহকে আরো তরান্বিত করেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তিনি আমার গবেষণা কর্মের বিষয়টি ঠিক করে দেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমি 'মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনা ও চরিত্র নির্মাণ' শীর্ষক গবেষণার কাজটি আরম্ভ করি। তিনি বিভিন্ন

বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমার এই বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্টতাকে স্বচ্ছতা দান করেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সেই সঙ্গে আমার বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদেরও প্রণাম জানাই। তবে অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ ও অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়ের কথা না বললেই নয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সঠিক উপদেশ দিয়ে যাঁরা কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. মানস মজুমদার (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. রবিন পাল (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ও অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান (নজরুল অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খ্যাতনামা কথাসাহিত্যের প্রবীণ গবেষক-অধ্যাপক ড. অলোক রায় মহাশয় ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রের দিকটি। তাঁরা সর্বক্ষণই আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভের খোঁজ নিতেন এবং বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ যোগাতেন। সেই প্রসঙ্গেই তাঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এরপর আসা যাক গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। তাতে আমার প্রথমেই স্মরণে আসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের কথা। এখানকার গ্রন্থাগারিক ড. বৃন্দাবন কর্মকার ও গ্রন্থাগারের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বই-পত্রের সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ সইফুল্লা মহাশয়দ্বয়কে। তাঁরা দু'জন যেভাবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল বিষয়ে পুরনো প্রবন্ধ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তাতে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানালেও বোধহয় কম হবে। এছাড়া সাহায্য পেয়েছি কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী, তালতলা লাইব্রেরী এবং শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার থেকে। এই সকল গ্রন্থাগারের কর্মীদের অতুলনীয় সাহায্যের ঋণ অস্বীকার করা ধৃষ্ঠতা হবে।

মিঠুন দত্ত

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
১২ নভেম্বর, ২০১৪